National Alliance For
JUST TRANSITION
Bangladesh

জলবায়ু, পরিবেশ ও প্রযুক্তির পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শ্রমজগতের ন্যায্য রূপান্তরে

ঢাকা ঘোষণা - ২০২৫

National Alliance For
JUST TRANSITION
Bangladesh

জলবায়ু, পরিবেশ ও প্রযুক্তির পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শ্রমজগতের ন্যায্য রূপান্তরে

ঢাকা ঘোষণা - ২০২৫

ন্যায্য রূপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যৌথ আহ্বান

National Alliance For
JUST TRANSITION
Bangladesh

প্রস্তুত সহায়তায়

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ) এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিস (বিলস)

সহযোগিতায়

মন্ডিয়াল এফএনভি (Mondiaal FNV)

সেপ্টেম্বর ২০২৫

ভূমিকাঃ

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত সংকট ও দ্রুতগতির প্রযুক্তিগত রূপান্তর শ্রমজগতে গভীর প্রভাব ফেলছে। এই পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে প্রচলিত অনেক পেশা ও জীবিকার ক্ষেত্র হুমকির মুখে পড়ছে। শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা, দক্ষতা, অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে টেকসইভাবে রূপান্তর করা এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশ, একটি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে, শিল্পায়ন, জ্বালানি পরিবর্তন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমবাজারে ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (BLF) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (BILS), মনডিয়াল এফএনভি (Mondiaal FNV)-এর সহযোগিতায় ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা-তে "Just Transition Convention Bangladesh 2025" আয়োজন করে।

এই কনভেনশনে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক সংগঠন, গবেষক, নীতিনির্ধারক, নিয়োগকর্তা প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থাগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণে শ্রমজগতের ন্যায্য রূপান্তর (Just Transition) বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার সারমর্ম ও যৌথ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন কত গৃহীত হয় এই আহ্বানপত্র—

> **"জলবায়ু, পরিবেশ ও প্রযুক্তির পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শ্রমজগতের ন্যায্য রূপান্তরে ঢাকা ঘোষণা – ২০২৫: ন্যায্য রূপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যৌথ আহ্বান (JTCB2025 Call of Action)" ।**

এই ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্যে এক নতুন মাইলফলক, এটি শ্রম আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করছে, যা ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক সংলাপ ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ন্যায্য রূপান্তরের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

জলবায়ু, পরিবেশ ও প্রযুক্তির পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শ্রমজগতের ন্যায্য রূপান্তরে

ঢাকা ঘোষণা - ২০২৫

ন্যায্য রূপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যৌথ আহ্বান

(JTCB2025 Call of Action)

বিশ্ব এখন জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর এক জটিল সংকটকাল অতিক্রম করছে। বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ২০৫০ সালের মধ্যে এ দেশের প্রায় ১.৩ কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শ্রমজীবী মানুষের উপর। এই উদ্বেগকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা ট্রেড ইউনিয়নসহ সরকার, নিয়োগকারী পক্ষ, সিভিল সোসাইটি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, ব্র্যান্ড-বায়ার, পরিবেশ ও শ্রম অধিকার সংগঠন, শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবী, নারী ও যুব প্রতিনিধিগণ আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে একত্রিত হয়েছি।

বৈশ্বিকভাবে ILO (২০১৫), ITUC (২০১৮) ও IndustriALL Global Union (২০২২)-এর ন্যায্য রূপান্তর নির্দেশিকা, প্যারিস চুক্তি (২০১৫), UNGPs (জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা) এবং HREDD/mHRDD কাঠামো ইতিমধ্যেই শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে বৈশ্বিক এজেন্ডা হিসেবে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে EU CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ও CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। পাশাপাশি, SDG 8 (শোভন কাজ) ও SDG 13 (জলবায়ু পদক্ষেপ) এর অন্যতম প্রাধান্যের বিষয়টি ন্যায্য রূপান্তর।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDCs), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং জলবায়ু বিষয়ক পরিকল্পনায় ন্যায্য রূপান্তরের বিষয় আংশিকভাবে উত্থাপিত হলেও শ্রমিক অধিকার, সুরক্ষা এবং ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও অংশগ্রহণের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে শ্রমিক সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এ বাস্তবতায়, আমরা ঘোষণা করছি, ন্যায্য রূপান্তর শুধু একটি সবুজ কারখানা নির্মাণ নয়; এটি হলো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের একটি সমন্বিত ভূমিকা ও ঐক্যবদ্ধ যাত্রা। এই লক্ষ্যে আমরা **'ন্যাশনাল এলায়েন্স ফর জাস্ট ট্রানজিশন বাংলাদেশ'** গঠনের ঘোষণা দিচ্ছি।

আমরা বিশ্বাস করি:

- প্রতিটি শ্রমিকের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও ভবিষ্যতমুখী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার থাকা উচিৎ।
- প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের পাশাপাশি নারী, যুবক, অভিবাসী, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রান্তিক শ্রমিকদের জাতীয় সুরক্ষা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের।
- সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে কার্যকর ত্রিপক্ষীয় সংলাপ হবে ন্যায্য রূপান্তরের ভিত্তি।

আমাদের প্রস্তাবনা

১। শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় অবিলম্বে একটি 'জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর নীতিমালা' প্রণয়ন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য একটি রোডম্যাপ' বা 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি করতে হবে।

২। ট্রেড ইউনিয়নসহ বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহণে 'ন্যাশনাল প্লাটফরম ফর মনিটরিং জাস্ট ট্রানজিশন' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩। জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDCs), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং জলবায়ু বিষয়ক পরিকল্পনা ও নীতিমালাসহ সকল রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪। বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনাপূর্বক ন্যায্য রূপান্তরের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার নির্দেশিকা (UNGPs), মানবাধিকার ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা বিষয়ক কাঠামো (HREDD/mHRDD) এবং ILO, ITUC, IndustriALL Global Union'র ন্যায্য রূপান্তর নির্দেশিকাগুলোকে জাতীয় আইন এবং নীতি পরিকল্পনায় সমন্বয় করতে হবে। COP ও আন্তর্জাতিক ফোরামে শ্রমিকের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৫। ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শোভন কাজের মানদন্ডসমূহ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে বিশেষ করে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ, জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত মজুরী ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বীমা, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, আবাসন, রেশনিং, বেকার ভাতা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, পেনশন-এর পাশাপাশি দুর্যোগকালীন সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। জলবায়ু ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য জাতীয় Just Transition Fund গঠন করতে হবে, যেখানে সরকারি বাজেট, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল, ব্র্যান্ডস ও নিয়োগকর্তাদের অবদান থাকবে, যা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদেরসুরক্ষায় ব্যবহার করা হবে। ক্লাইমেট ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৭। সাপ্লাই চেইনের সকল পর্যায়ে শ্রমিকের অধিকার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ব্র্যান্ডস ও নিয়োগকর্তাদের আইনি দায়বদ্ধতা, তথ্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। জলবায়ু ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রভাব নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা করার লক্ষ্যে ইমপ্যাক্ট রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করতে হবে।

৯। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় সবুজ ও ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি কাঠামো প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১০। নারীদের চাকুরিতে সমান প্রবেশাধিকার ও সুযোগ-সুবিধা এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১১। শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগ যেন পরিবেশবান্ধব হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য দেশের সফল উদাহরণসমূহের (বেস্ট প্র্যাকটিসেস) পর্যালোচনা করে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১২। ২০২৬ থেকে ২০৩৬ পর্যন্ত সময়কে কর্মসংস্থান দশক ঘোষণা করা। শ্রমিকদের চাকুরি সুরক্ষা ও নতুন চাকুরির সুযোগ তৈরির জন্য প্রযুক্তির বিকাশ ও শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এসকল দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা, আজকের এই ঐতিহাসিক কনভেনশনে গর্ব ও দৃঢ় প্রত্যয়ে **National Alliance for Just Transition Bangladesh - NAJTB** ঘোষণা করছি। এই জোট হবে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় শ্রমিকদের জাতীয় কণ্ঠস্বর ও সম্মিলিত শক্তি। এটি শুধু একটি প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং শ্রমিক আন্দোলনের নতুন মাইলফলক, যা ন্যায্য রূপান্তরের প্রতিটি ধাপে শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে।

NAJTB- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

লক্ষ্য (Goals)

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, শোভন কাজ নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ু ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ন্যায্য রূপান্তরকে শ্রমিককেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈশ্বিক মানদণ্ডসম্মত করা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- ত্রিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সংলাপের মাধ্যমে শ্রমিকস্বার্থকে নীতি ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- একটি জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর রোডম্যাপ ও সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা স্কিম নিশ্চিত করা।
- সকল রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণযোগ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সহযোগিতা ও আস্থার মাধ্যমে টেকসই শিল্প ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়া।

পরিশেষে আমরা, আজকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি-

"রূপান্তর হউক ন্যায্য, শ্রমিক হউক ন্যায্য অংশীদার।"

National Alliance For
JUST TRANSITION
Bangladesh

www.justtransitionbd.org